প্রথম আলো বন্ধুসভা

গঠনতন্ত্র

সংশোধিত প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫

বন্ধুসভা

মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষের সম্মিলিত হওয়ার, নিজেদের গড়ে তোলার এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করার একটি মঞ্চ।

প্রথম আলো বন্ধুসভা

পরিচিতি

পাঠকই *প্রথম আলোর* প্রাণ। *প্রথম আলো* বন্ধুসভা পাঠকদের সংগঠন। ১৯৯৮ সালের ১১ নভেম্বর যাত্রা শুরু করে প্রথম আলো বন্ধুসভা।

প্রথম আলো শুধু একটি সংবাদমাধ্যম নয়; রাষ্ট্রে ও সমাজে শুভ, কল্যাণ ও শ্রেয়োবোধ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের তরুণসমাজের বিপুল পাঠকগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য একটি অংশ পত্রিকাটি নিয়মিত পড়েন। তাঁরা এ দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। তাঁদের রুচি, মেধা ও মূল্যবোধের ওপরই নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল হবে।

নিজেকে উন্নত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারা প্রত্যেক তরুণের একটি বড় কর্তব্য। তাহলেই তাঁরা মেধা, শ্রম, শিক্ষা ও রুচি দিয়ে দেশ, মানুষ ও বিশ্বমানবতার কল্যাণে নিজেদের

নিয়োজিত করতে পারবেন। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন দেশপ্রেম ও মানবকল্যাণে; নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন ভালো মানুষ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে।

বন্ধুসভা তরুণদের মানবিক মূল্যবোধ সঞ্চার করতে চায়। বন্ধুসভা মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষের সম্মিলিত হওয়ার, নিজেদের গড়ে তোলার এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করার একটি মঞ্চ।

অনুচ্ছেদ : ১

১.ক. নাম

এই সংগঠনের নাম প্রথম আলো বন্ধুসভা, সংক্ষেপে বন্ধুসভা বলে পরিচিত হবে। এই গঠনতন্ত্রে কখনো কখনো *প্রথম আলোকে* পত্রিকা, *প্রথম আলো বন্ধুসভাকে* সংগঠন, প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদকে *বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদ*; জেলা, উপজেলা ও বহির্বিশ্ব বন্ধুসভাকে স্থানীয় এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় *বন্ধুসভাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক বন্ধুসভা* হিসেবে গণ্য করা হবে।

১.খ. কার্যালয়

বন্ধুসভার কেন্দ্রীয় কার্যালয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলোর* প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত।

১.গ. প্রতীক

গঠনতন্ত্রের প্রচ্ছদে মুদ্রিত বন্ধুসভার প্রতীক ছাড়া অন্য কোনো প্রতীক ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে প্রতীকের রং সাদা-কালো (এক রঙে) করা যেতে পারে। প্রতীকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও আনুপাতিক হার ঠিক রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট-বড় করা যাবে।

১.ঘ. প্রতীকের ব্যাখ্যা

বন্ধুসভার প্রতীকের লক্ষ্য এবং মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে এতে 'তৃতীয় চোখ বা দ্য থার্ড আই'-এর ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যা সাধারণত মানুষ দেখতে পায় না বা বুঝতে পারে না; তা বন্ধুসভার বন্ধুরা দেখতে ও বুঝতে পারেন। বন্ধুসভার কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থলে অন্তর্দৃষ্টি, সচেতনতা এবং আলোকিতকরণ তথা দক্ষ করার প্রতি গভীর অঙ্গীকার নিহিত রয়েছে। প্রতীকের তৃতীয় চোখ অন্তর্দৃষ্টি এবং জ্ঞানকে প্রতিনিধিত্ব করে। এ ছাড়া গভীর সত্য এবং বিভিন্ন বিষয় অনুধাবনের জন্য শারীরিক দৃষ্টিকে অতিক্রম করার বিষয়টিকে ধারণ করে।

১.ঙ. স্থানীয় বন্ধুসভার প্রতীক

ঢাকা মহানগর

সারা দেশ ও বহির্বিশ্বে জাতীয় পর্ষদ অনুমোদিত বন্ধুসভাগুলো বন্ধুসভার প্রতীকের নিচে নিজ নিজ বন্ধুসভার পূর্ণ নাম (বিজয় ফন্টে) লিখে প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে।

১.চ. দাপ্তরিক ভাষা

প্রথম আলোর ভাষারীতি অনুযায়ী গঠনতন্ত্র লিখিত হবে। সংগঠনের দাপ্তরিক ভাষা বাংলা। বিশেষ প্রয়োজনে চিঠি, আবেদনপত্র ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার করা যাবে।

১.ছ. জাতীয় সংগীত

সব কার্যকরী কমিটির সদস্যদের জাতীয় সংগীতের প্রথম দশ চরণ শুদ্ধ করে গাইতে পারতে হবে। যেকোনো অনুষ্ঠান জাতীয় সংগীত দিয়ে সূচনা করতে হবে। সব সদস্যকে জাতীয় সংগীত শিখতে ও গাইতে উৎসাহিত করা হবে।

জাতীয় সংগীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে,
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

১.জ. সংগঠন সংগীত

সংগঠন সংগীতের তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধাবনপূর্বক যেকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রয়োজন অনুসারে সংগঠন সংগীত পরিবেশন করতে হবে।

কথা : **সাইদুজ্জামান রওশন**
সুর : **কবির বকুল**

ও বন্ধু সব বন্ধু
আমরা বন্ধু হয়েছি সবাই
সুন্দর একটি বাংলাদেশ
আমরা গড়তে চাই।

সব ভালোতে আমরা আছি
শপথ নিয়ে বলি
নতুন আগামীতে যেতে
আলোর পথে চলি
দেশের জন্য এই তারুণ্য
একসাথে পা বাড়াই
সুন্দর একটি বাংলাদেশ
আমরা গড়তে চাই।

সব চোখে আজ স্বপ্ন একই
সবার একই আশা
একুশ-একাত্তর বুকে
মুখে মায়ের ভাষা
খুশির ছন্দে সেই আনন্দে
একই মঞ্চে দাঁড়াই
সুন্দর একটি বাংলাদেশ
আমরা গড়তে চাই।"

১.ঝ. শপথ

'আমি মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতাসংগ্রাম ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শহীদদের নামে শপথ করছি যে, আমি বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থাকব এবং সুশিক্ষিত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে দেশের মানুষের স্বার্থে বৈষম্যহীন সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার কাজে আমার মেধা ও সত্তাকে নিয়োজিত রাখব।'

১.ঞ. পতাকা

সংগঠনের পতাকার অনুপাত হবে দৈর্ঘ্য : প্রস্থ = ৩ : ২। পতাকার জমিন হবে সাদা।

মাঝখানে সাদা জমিনের উপর থাকবে বন্ধুসভার লোগো। লোগোর আয়তন হবে পতাকার আয়তনের এক-চতুর্থাংশ।

১.ট. সাংগঠনিক বছর

১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংগঠনের সাংগঠনিক বছর বলে বিবেচিত হবে।

১.ঠ. সংগঠনের মূলনীতি

- মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাস
- অসাম্প্রদায়িকতায় সংকল্পবদ্ধ
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস
- দেশপ্রেমে নিবেদিতপ্রাণ
- বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যয়
- বন্ধুসভার গঠনতন্ত্রে আনুগত্য

অনুচ্ছেদ : ২

২.ক. বৈশিষ্ট্য

- *প্রথম আলোর* পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে গঠিত অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।
- যে এলাকায় *প্রথম আলো* পত্রিকার প্রতিনিধি নেই, সেখানে বিশেষ ব্যবস্থায় বা বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বা পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রতিনিধির দায়িত্বে বন্ধুসভার কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।
- জেলা, উপজেলা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কোনো এলাকা বা অঞ্চলের ভিত্তিতে বন্ধুসভা গঠন করা যাবে।
- সংগঠনের যেকোনো বিষয়ে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ও *প্রথম আলো* কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২.খ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- *প্রথম আলোর* শ্রেয়োবোধসম্পন্ন, স্বেচ্ছাসেবী ও কল্যাণকামী পাঠকদের একটি সম্মিলনী মঞ্চ গঠন করা।
- নিজেকে উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে নিজের মেধা, শ্রম ও শিক্ষা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা।
- বিবিধ চর্চা, আত্মোন্নয়ন ও স্বেচ্ছাসেবার মধ্য দিয়ে দেশ এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করা।
- সৃজনশীল সংস্কৃতির যথাযথ চর্চার মধ্য দিয়ে সদস্যদের মন, রুচি ও ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ নিশ্চিত করা।
- বিবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইতিবাচক অনুপ্রেরণা সঞ্চার, আনন্দময় বন্ধন রচনা এবং ভবিষ্যৎমুখী উদ্যোগে উৎসাহী করে তোলা।
- ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও জাতিসত্তা-নির্বিশেষে সবার মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটানো।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির লালন ও বিকাশের চর্চা করা।
- সমভাবাপন্ন বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

২.গ. দায়িত্ব ও কর্তব্য

- স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বাংলা নববর্ষ আবশ্যিকভাবে উদ্‌যাপন করা।
- বন্ধুসভার আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা।
- বৃক্ষরোপণ, দুর্গত মানুষের সহায়তা ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
- নিয়মিত দেয়ালপত্রিকা, ছোটকাগজ, স্মারকগ্রন্থ ও অন্যান্য প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়া।
- আবৃত্তি, সংগীত, নাটক, নৃত্য, ছবি আঁকা, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা।
- বইপড়া কর্মসূচি, লেখা পাঠ, বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান, সেমিনার আয়োজন, প্রযুক্তি শিক্ষা, ইংরেজি শেখা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
- বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদ ঘোষিত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

- প্রথম আলোর বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করা।
- বন্ধুসভার বন্ধু বা সদস্যদের আর্থিক ও আইনগত দায়ভার বন্ধুসভা ও *প্রথম আলোর* কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রতিনিধি, পরিচালক বা বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের কারও ওপর বর্তাবে না।

২.ঘ. সদস্যপদ

- মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বন্ধুসভার গঠনতন্ত্রে বিশ্বাসী ১৩ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী যেকোনো ব্যক্তি বন্ধুসভার সদস্য হতে পারবে।
- সদস্যপদপ্রার্থীকে ১০০ টাকা সদস্য ফি এবং সেই মাসের ৫০ টাকা চাঁদাসহ সংশ্লিষ্ট বন্ধুসভার সভাপতির অনুকূলে জীবনবৃত্তান্তসহ নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে।
- বন্ধুসভার ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের মাধ্যমে সদস্য হওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা সহযোগী সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। আর যাঁরা বন্ধুসভার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকে কাজ করবেন, তাঁরা হবেন সাধারণ সদস্য।
- অনলাইনে নিবন্ধনের পর আবেদিত বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে বন্ধুসভা আইডি নম্বরসহ আবেদন করতে হবে। বন্ধুসভার কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সদস্যপদ দেওয়া হবে।
- প্রতিটি বন্ধুসভায় কার্যকরী কমিটির বাইরে কমপক্ষে ১০০ জন সদস্য থাকতে হবে। প্রত্যেক সদস্যের অনলাইনে নিবন্ধন থাকা বাধ্যতামূলক।
- প্রতিটি বন্ধুসভা তাদের তালিকা খাতা বা অনলাইন ডেটাবেজে সদস্যদের নাম, ফোন নম্বর, ই-মেইল ও ঠিকানা সংরক্ষণ করবে।
- সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করলে কিংবা কোনো সদস্য অস্বাভাবিক আচরণ করলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে, আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন হিসেবে বন্ধুসভার কোনো সদস্য নিবন্ধিত কিংবা অনিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হবেন না। কোনো সদস্য রাজনৈতিক দলে কিংবা সরাসরি রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হলে, যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করা হবে।
- মাদকবিরোধী কঠোর অবস্থান থেকে বন্ধুসভার কোনো সদস্য যেকোনো ধরনের মাদক গ্রহণ করলে যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষে তাঁর সদস্যপদ তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হবে।
- বন্ধুসভার কোনো সদস্য অন্য কোনো পত্রিকার পাঠক সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না।
- জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বন্ধুসভার কোনো সদস্যকে অব্যাহতি প্রস্তাব করার এখতিয়ার কার্যনির্বাহী কমিটি রাখে। এ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত জাতীয় পর্ষদকে যথানিয়মে বিস্তারিত অবহিত করতে হবে। কেবল জাতীয় পর্ষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখতিয়ার রাখে।
- কোনো সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে পদত্যাগের কারণ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বন্ধুসভার সভাপতি বরাবর পদত্যাগপত্র দিতে হবে। পদত্যাগপত্র পাওয়ার পর অব্যবহিত ওপরের উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

অনুচ্ছেদ : ৩

জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ

৩.ক. জাতীয় পর্ষদের কাঠামো

- জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসংখ্যা হবে ৩০।
- *প্রথম আলোর* সম্পাদক এবং সম্পাদক মনোনীত পৃষ্ঠপোষক জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, নির্বাহী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ গঠন করবেন।
- জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ সংগঠনের চূড়ান্ত নীতিনির্ধারক এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্রের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতার অধিকারী।
- জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন ও তদারকি করবে।
- প্রতিটি স্থানীয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক বন্ধুসভা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। জাতীয় পর্ষদের যেকোনো সভায় উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করতে পারবেন এবং জাতীয় পর্ষদ তাঁদের যেকোনো দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে। তবে, কোনো প্রকার ভোট প্রদান ও কোরামের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।
- জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের শূন্য পদে প্রয়োজনে যেকোনো বন্ধুসভার বন্ধু, প্রথম আলো কিংবা জাতীয় পর্ষদ মনোনীত যোগ্য ব্যক্তিকে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।
- জাতীয় পর্ষদের সদস্য হতে বন্ধুসভায় এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে কমপক্ষে দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ প্রতি মাসে অন্তত একবার সভা করবে। প্রয়োজনে একাধিক সভা করতে পারবে। জরুরি প্রয়োজনে যেকোনো সময় জরুরি সভা আহ্বান করা যাবে।
- জাতীয় পর্ষদের কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা ও স্থানীয় কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ের সুবিধার্থে দেশের প্রতিটি বিভাগে জাতীয় পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত একজন করে বিভাগীয় সমন্বয়ক থাকবেন। জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভায় আগ্রহ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভাগীয় সমন্বয়কেরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে তা পালন করবেন।
- যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া জাতীয় পর্ষদের কোনো সদস্য পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে অথবা তিন মাস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করলে কারণ দর্শানো সাপেক্ষে তাঁর পদ শূন্য ঘোষণা করা যাবে। শূন্য পদে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম বলে গণ্য হবে। সভায় যেকোনো সিদ্ধান্ত সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে।
- জাতীয় পর্ষদের কোনো সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে পদত্যাগের কারণ দেখিয়ে সভাপতি বরাবর সাধারণ সম্পাদকের কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করবেন। পরে সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
- জাতীয় পর্ষদের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো লিখিত অভিযোগ উত্থাপিত হলে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন

ও আলোচনা করে সুষ্ঠু তদন্তের ভিত্তিতে জাতীয় পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য *প্রথম আলো* সম্পাদক মনোনীত পৃষ্ঠপোষকের কাছে পেশ করবে। পৃষ্ঠপোষকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

- প্রত্যেক সদস্য তাঁদের কাজের জন্য জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।
- সংগঠনের কাজে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্ষদ কমিটির সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
- সাংগঠনিক বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতি, নির্বাহী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যেকোনো দুজন বা সবাই মিলে *প্রথম আলো* সম্পাদক মনোনীত পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবেন। তবে তা পর্ষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন নিতে হবে।
- সভাপতি, নির্বাহী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ জাতীয় পর্ষদের কোনো সদস্য পরপর দু'বারের বেশি একই পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

৩.খ. জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের করণীয়

- সারা দেশে বন্ধুসভার সার্বিক তত্ত্বাবধান। বিশেষ করে সারা দেশের বন্ধুসভার কমিটি গঠন, নতুন বন্ধুসভা গঠন এবং বন্ধুসভার কার্যক্রম বিস্তৃত করা তথা বন্ধুসভার সুনাম ও অগ্রগতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা।
- সারা দেশের বন্ধুসভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামর্থ্য অনুযায়ী সার্বিক সহযোগিতা করা।
- নিয়মিত সাংগঠনিক সফরের আয়োজন। সারা দেশের বন্ধুদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বিকাশে কর্মশালার আয়োজন এবং নেতৃত্ব বিকাশ, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কর্মশালার ব্যবস্থা করা।
- সারা দেশের বন্ধুসভার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নির্ধারণ, ঘোষণা ও তদারকি।
- বন্ধুসভার জন্য দীর্ঘমেয়াদি তহবিল গঠন করা। বন্ধুসভার অনুষ্ঠানের অর্থ সংস্থানের জন্য তহবিল সংগ্রহে সচেষ্ট থাকা।
- বন্ধুসভার সব আর্থিক লেনদেনের হিসাব রাখা। নিয়মিত সভায় আর্থিক হিসাব পেশ করা।
- নিয়মিত জাতীয় কমিটির প্রকাশনা *তারুণ্য* প্রকাশ করা।
- বন্ধুসভার মূল ওয়েবসাইট ও ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো নিয়মিত হালনাগাদ ও সচল রাখা। এ ছাড়া সারা দেশের বন্ধুসভার ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম যথাসম্ভব পর্যবেক্ষণ করা।
- সব অনুষ্ঠানের ছবি ও তথ্য সংরক্ষণ করা।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সংকটে বন্ধুসভার ভূমিকা নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।
- বিভিন্ন বিষয়ে সমাজসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা।

৩.গ. প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ

পৃষ্ঠপোষক	১ জন
উপদেষ্টা পর্ষদ সদস্য	১২ জন (সর্বোচ্চ)
সভাপতি	১ জন
নির্বাহী সভাপতি	১ জন
সহসভাপতি	৪ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	৩ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
অর্থ সম্পাদক	১ জন
দপ্তর সম্পাদক	১ জন
মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক	১ জন
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক	১ জন
জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক	১ জন
স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন
বিতর্ক ও অনুষ্ঠান সম্পাদক	১ জন
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১ জন
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	১ জন
তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক	১ জন
দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক	১ জন
বইমেলা ও ম্যাগাজিন সম্পাদক	১ জন
সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক	১ জন
কার্যনির্বাহী সদস্য	৫ জন
বিভাগীয় সমন্বয়ক (পর্ষদ সদস্যদের মধ্য থেকে)	৮ জন

৩.ঘ. জাতীয় পর্ষদের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব

পৃষ্ঠপোষক

- জাতীয় পর্ষদসহ সব বন্ধুসভার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
- যেকোনো জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে *প্রথম আলোর* সম্পাদকের নির্দেশনা অনুসারে পরামর্শ প্রদান করবেন।
- বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচি আয়োজনে ধারণা ও দিকনির্দেশনা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।
- *প্রথম আলোর* সম্পাদক ও জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, নির্বাহী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ও ঢাকা মহানগর কমিটি গঠন করবেন। এ ক্ষেত্রে *প্রথম আলোর* সম্পাদকের নির্দেশনাক্রমে পৃষ্ঠপোষকের মতই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে।
- সাংগঠনিক যেকোনো বিষয়ে *প্রথম আলোর* সম্পাদকের নির্দেশনাক্রমে পৃষ্ঠপোষকের মতামতই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত জাতীয় পর্ষদের সভায় উত্থাপন করে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

উপদেষ্টা

- বন্ধুসভার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে কার্যনির্বাহী কমিটিকে সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- বছরে জাতীয় পর্ষদের অন্তত তিনটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন।
- বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি আয়োজনের ধারণা প্রদান করবেন।
- বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তহবিল গঠনে সহযোগিতা করবেন।

সভাপতি

- সভাপতি সংগঠনের সভা ও অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।
- উত্থাপিত কোনো প্রসঙ্গ বা আলোচ্যসূচির বিষয়ে সভাপতি সবার মতামত শুনবেন এবং তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সারসংক্ষেপ করবেন।
- সভাপতি সাধারণভাবে ভোটদানের অধিকারী হবেন না। তবে কোনো

বিষয় মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হলে নিষ্পত্তিমূলক ভোট দিতে পারবেন।

- সংগঠনের গঠনতন্ত্রের নির্দেশনার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।
- সভা আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- গঠনতন্ত্র অনুযায়ী স্থানীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক সব বন্ধুসভার তদারকিসহ তাঁর ওপর অর্পিত সব দায়িত্ব পালন করবেন।
- বন্ধুসভার যেকোনো সদস্যকে যে কোনো কার্যনির্বাহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- যেকোনো উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতিতে সভাপতি এককভাবে *প্রথম আলোর* সম্পাদক ও সম্পাদক মনোনীত বন্ধুসভার পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখবেন।
- সভাপতি জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। জাতীয় পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের সব কাজ নির্বাহ বা পরিচালনা করবেন।

নির্বাহী সভাপতি

- সভাপতির অনুপস্থিতিতে নির্বাহী সভাপতি সভা ও অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।
- সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে বন্ধুসভার যেকোনো কাজ পরিচালনা করবেন।
- সভাপতির অনুরোধক্রমে কিংবা অনুপস্থিতিতে সভাপতির সব দায়িত্ব পালন করবেন।

সহসভাপতি

- সভাপতি ও নির্বাহী সভাপতির কাজে সহসভাপতি সহায়তা করবেন।
- সভাপতি ও নির্বাহী সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব (ক্রমিক অনুসারে) পালন করবেন।
- বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম তদারক করবেন এবং তাতে সহযোগিতা দেবেন।
- তাঁর ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারণ সম্পাদক

- সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সব কার্যক্রম পরিচালনায় দায়বদ্ধ থাকবেন।
- জাতীয় পর্ষদের সব সদস্যের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবেন।
- সভাপতি ও নির্বাহী সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করবেন এবং সভা ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন।
- সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে কমিটির সদস্যদের মধ্যে কাজ বণ্টন করবেন।
- জাতীয় পর্ষদের সভায় পর্ষদের কাজের লিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।
- জাতীয় পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের বিভিন্ন ঘোষণা, নির্দেশনা বা নোটিশ প্রদান করবেন কিংবা সংশ্লিষ্ট সম্পাদককে প্রদানের নির্দেশনা দেবেন।
- তাঁর ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

- সাধারণ সম্পাদকের কাজগুলো যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পন্ন করবেন।
- সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (ক্রমিক

অনুসারে) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন।
- এ ছাড়া তাঁর ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক

- সাংগঠনিক সম্পাদক সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবেন।
- সাংগঠনিক সম্পাদক সব বন্ধুসভার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করবেন এবং বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা জাতীয় পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করবেন।
- সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি, সদস্যদের বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- সাংগঠনিক সম্পাদক তাঁর কাজের জন্য জাতীয় পর্ষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।
- এ ছাড়া তাঁর ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

অর্থ সম্পাদক

- বন্ধুসভার প্রধান কার্যালয়ের সহযোগিতায় অর্থ সম্পাদক সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান সংগ্রহ করবেন।
- অর্থ সম্পাদক সংগঠনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা ও প্রদান করবেন।
- অর্থ সম্পাদক তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা করবেন এবং তা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবেন।
- অর্থ সম্পাদক বিভিন্ন বিভাগের আয়-ব্যয় সমন্বয় করবেন এবং সব খরচের রসিদ সংরক্ষণ করবেন। তিনি বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

বিভাগীয় সমন্বয়ক

- দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের প্রতিটি জেলায় নিয়মিত যোগাযোগ ও কার্যক্রম সমন্বয় করবেন।
- অন্তর্ভুক্ত সব কমিটির কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করা, মানসম্মত অনুষ্ঠান আয়োজন এবং সদস্য বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের সভা, অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমে সাধ্যমতো অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের কার্যক্রমের প্রতিবেদন পর্ষদের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে জাতীয় পর্ষদ সভায় উপস্থাপন করবেন।
- জাতীয় পর্ষদের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য পদের দায়িত্ব

- কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন।
- প্রত্যেক সম্পাদক তাঁর দপ্তরের কাজের সুবিধার্থে সদস্যদের কাছ থেকে সাহায্য নেবেন।
- কার্যকরী কমিটির সভায় সম্পাদক তাঁর দপ্তরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করবেন।
- সম্পাদক দপ্তরের কাজের জন্য জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।
- এ ছাড়া তাঁর ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

কার্যনির্বাহী সদস্য

- বন্ধুসভার কার্যক্রম বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে যেকোনো কাজে সহযোগিতা করবেন।
- সভাপতি, নির্বাহী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পাদকদের কাজে সহযোগিতা করবেন।
- এ ছাড়া তাঁর ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.ঙ. জাতীয় সম্মেলন

- প্রতি দুই বছর অন্তর সব বন্ধুসভার নির্বাচিত বন্ধুদের নিয়ে জাতীয় পর্ষদের নেতৃত্বে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
- জাতীয় সম্মেলনের পরবর্তী দুই বছরের জন্য জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ঘোষণা করা হবে।
- সম্মেলনে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক বিগত কমিটির কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করবেন।
- জাতীয় সম্মেলনে সংগঠনের পরবর্তী দুই বছরের কার্যক্রম নির্ধারণ করা হবে।
- জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি বন্ধুসভার নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যকে জাতীয় পর্ষদের নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করতে হবে। কোনো বন্ধুসভার সদস্য নিয়মিত চাঁদা না দিলে সম্মেলনে যোগদান করতে পারবেন না।
- স্থানীয় বন্ধুসভার সদস্যদের সম্মেলনে অংশগ্রহণের সংখ্যা জাতীয় পর্ষদ নির্ধারণ করবে। তবে স্থানীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারী নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্ধুদের নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কমিটি ও কমিটিবহির্ভূত যেকোনো সদস্যকে তাঁর বার্ষিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।
- অনিবার্য কারণে নির্ধারিত সময়ে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হলে জাতীয় পর্ষদের সভায় সম্মেলনে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা যাবে।

অনুচ্ছেদ : ৪

স্থানীয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক ও বহির্বিশ্বে বন্ধুসভা পরিচালনা

৪.ক. কার্যকরী কমিটির রূপরেখা

- জেলা, উপজেলা ও বহির্বিশ্বে বন্ধুসভাকে স্থানীয় এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক বন্ধুসভা বলা হবে।
- নতুন বন্ধুসভা গঠনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় একজন আহ্বায়ক, দুজন যুগ্ম আহ্বায়ক, একজন সদস্যসচিব ও ১১ জন সদস্য নিয়ে ১৫ জনের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে। আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ হবে তিন মাস।
- আহ্বায়ক কমিটি সদস্যদের মধ্যে উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতা বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং তিন মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবে।
- বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের লিখিত অনুমোদনক্রমে জেলা, উপজেলা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও বহির্বিশ্ব বন্ধুসভার কার্যকরী কমিটি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

- বহির্বিশ্বে বন্ধুসভা স্থানীয় বন্ধুসভার মতো একই নিয়মে পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের আন্তর্জাতিক-বিষয়ক সম্পাদক প্রত্যেক বন্ধুর/সদস্যের তথ্য সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করবেন।
- বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে যেকোনো সময় কমিটি স্থগিত বা বাতিল করার এখতিয়ার রাখবে।
- কার্যনির্বাহী কমিটি এক বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। ১ জানুয়ারি থেকে নতুন কমিটির অভিষেক হবে।
- প্রতিটি বন্ধুসভায় কার্যনির্বাহী কমিটির ২৫ জন সদস্য ছাড়াও ন্যূনতম ১০০ জন সাধারণ সদস্য থাকতে হবে।
- কমিটিতে অন্তত অর্ধেক নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করাকে উৎসাহিত করা হবে। তবে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য থাকতে হবে।
- কমিটির কোনো সদস্য সর্বশেষ পাঁচ বছরের মধ্যে একই পদে পরপর দুবারের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।
- সংগত কারণ ও পূর্ব অনুমোদন ছাড়া কেউ টানা তিন মাস সংগঠনের কার্যক্রমে অথবা পরপর তিনটি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুপস্থিত থাকলে তাঁর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- কমিটির মেয়াদ শেষে *প্রথম আলোর* স্থানীয় প্রতিনিধি, বিদায়ী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মতৈক্যের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। কমিটি গঠনে প্রয়োজনে বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও উপদেষ্টাদের মতামত নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টামণ্ডলীর মতামত নিতে হবে।
- নতুন কার্যনির্বাহী কমিটিতে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ পদে আগের কমিটিতে ছিলেন না এমন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- *প্রথম আলোর* জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নিজস্ব প্রতিবেদক বা জেলা প্রতিনিধি, উপজেলা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি যথাক্রমে জেলা, উপজেলা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- প্রতিটি কমিটিতে সর্বোচ্চ ১০ জন উপদেষ্টা থাকতে পারবেন। *প্রথম আলোর* একজন প্রতিনিধি অথবা নিজস্ব প্রতিবেদক ছাড়াও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান বা স্বীকৃতি রয়েছে এমন নয়জন বিশিষ্ট ও বরেণ্য ব্যক্তি উপদেষ্টা হতে পারবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিবছর নতুন উপদেষ্টা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।
- কোনো সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠনের পদধারী কেউ বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। তবে তাঁরা সাধারণ সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের কমপক্ষে এক বছর বন্ধুসভায় কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অঞ্চলভিত্তিক বন্ধুসভা বিশেষ প্রয়োজনে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে যেকোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অঞ্চলভিত্তিক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসংখ্যা হবে ২৫। কার্যকরী কমিটির পদবিন্যাস হবে নিম্নরূপ :

উপদেষ্টা	১০ জন (সর্বোচ্চ)
সভাপতি	১ জন
সহসভাপতি	২ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	২ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
সহসাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
অর্থ সম্পাদক	১ জন
দপ্তর সম্পাদক	১ জন
প্রচার সম্পাদক	১ জন
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক	১ জন
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন
জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক	১ জন
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	১ জন
দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক	১ জন
ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য সম্পাদক	১ জন
পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন
মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক	১ জন
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক	১ জন
ম্যাগাজিন সম্পাদক	১ জন
বইমেলা সম্পাদক	১ জন
কার্যনির্বাহী সদস্য	৩ জন

৪.খ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অঞ্চলভিত্তিক বন্ধুসভার কার্যাবলি

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অঞ্চলভিত্তিক বন্ধুসভা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলো পালন করবে।
- বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, আলোচনা সভা, প্রতিযোগিতা, পাঠচক্র ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজন করবে।
- জাতীয় পর্ষদ ঘোষিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
- কার্যনির্বাহী কমিটিকে প্রতি মাসে অন্তত একটি বৈঠক করতে হবে। বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- বন্ধুসভার সব সদস্যের জন্য বৈঠক বা আড্ডাকে উৎসাহিত করা হবে। প্রথমে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর উন্মুক্ত আলোচনা এবং পরে সাংগঠনিক আলোচনা হবে।
- অনুচ্ছেদ ২/গ-তে বিশদভাবে তুলে ধরা সংগঠনের করণীয়গুলো বন্ধুসভা গুরুত্বের সঙ্গে পালন করবে।
- বন্ধুসভা একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। বন্ধুসভার কোনো কার্যাবলি রাজনৈতিক কোনো পক্ষকে হেয় বা সমর্থন করে না। বন্ধুসভার কোনো সদস্যের কার্যকলাপ, প্রকাশনা বা কর্মকাণ্ড যদি কোনো রাজনৈতিক পক্ষ বা গোষ্ঠীকে সমর্থন করে, স্বার্থহানি বা মানহানিকর মনে হয়, সে ক্ষেত্রে বন্ধুসভা ও *প্রথম আলো* কোনোভাবেই দায়ী নয়। বরং প্রমাণ সাপেক্ষে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

৪.গ. কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

- কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত দিতে পারবেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। প্রত্যেক সভার তারিখ পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারণ করা হবে। তবে প্রয়োজনে সভাপতির নির্দেশক্রমে সাধারণ সম্পাদক জরুরি ভিত্তিতে সভা আহ্বান করতে পারবেন।
- সভার তারিখ ও আলোচ্য সূচি অন্তত তিন দিন আগে কমিটির সদস্যদের অবহিত করতে হবে।
- সভায় কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম হিসেবে গণ্য হবে।
- সভার সব সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সভার সদস্যদের উপস্থিতি খাতায় পূর্ণাঙ্গ নাম ও স্বাক্ষরসহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রতি তিন মাস পরপর সাধারণ সভার মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পেশ করবেন।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অবশ্যই জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হবে।
- স্থানীয় বন্ধুসভার নামে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (যেমন ফেসবুক) গ্রুপ বা পেজ খোলা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ বা পেজের অ্যাডমিন বা মডারেটর হিসেবে প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি/নিজস্ব প্রতিবেদক এবং প্রতিবছরের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক অথবা কার্যনির্বাহী কমিটির মনোনীত কাউকে রাখতে হবে।

৪.ঘ. কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপদেষ্টাদের ভূমিকা

- নিজ নিজ বন্ধুসভার উৎকর্ষ সাধনে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।
- তহবিল গঠনে যথাসম্ভব ভূমিকা পালন।
- সদস্য অন্তর্ভুক্তি ও নিয়মিতকরণে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান।
- নিজ নিজ বন্ধুসভার সব কাজ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামর্থ্য অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.ঙ. কার্যনির্বাহী কমিটিতে সদস্যদের ভূমিকা

সভাপতি

- সভাপতি পদাধিকারবলে সংগঠনের সব সভায় ও অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।
- সভাপতি নিজ কার্যনির্বাহী কমিটি ও জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।
- সভাপতি সংগঠনের গঠনতন্ত্রের প্রতিটি ধারার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।
- সভাপতি সভা আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে বলবেন।
- আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বা উত্থাপিত কোনো বিষয়ে সভাপতি সবার মতামত শুনবেন এবং শেষে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে বিষয়টির সারসংক্ষেপ করবেন। প্রয়োজনে ভোটের মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান হতে পারে।
- সভাপতি সাধারণভাবে ভোটদানের অধিকারী হবেন না, তবে অচলাবস্থা নিরসনের জন্য নির্ধারণী ভোট দিতে পারবেন।

সহসভাপতি

- সহসভাপতি সব কাজে সভাপতিকে সহায়তা করবেন।
- সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি (ক্রমিক অনুসারে) সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতার অনুশীলন করবেন।
- সহসভাপতি বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন এবং সেসবের তদারক করবেন।
- এ ছাড়া সহসভাপতি তাঁর কাছে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারণ সম্পাদক

- সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান করবেন। সভা ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বা সাংগঠনিক সম্পাদক এ দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদক প্রয়োজনে সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য কাউকেও সভা সঞ্চালনার দায়িত্ব দিতে পারবেন।
- সাংগঠনিক নানাবিধ কার্যকলাপের জন্য সাধারণ সম্পাদক দায়বদ্ধ থাকবেন।
- সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সংগঠনের কার্যাবলি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করবেন।
- সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন সদস্যের কাজের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করবেন।
- সংগঠনের বিভিন্ন ঘোষণা, নির্দেশনা বা নোটিশ সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক প্রদান করবেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সম্পাদককে ঘোষণা দিতে বলবেন।
- বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র ও প্রথম আলো কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদক পালন করবেন।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

- সাধারণ সম্পাদকের সব কাজে সহায়তা করবেন।
- সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে (ক্রমিক অনুসারে) সাধারণ সম্পাদকের সব দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হবেন।
- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন।
- এ ছাড়া তাঁর ওপর আরোপিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক

- সাংগঠনিক সম্পাদক সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবেন।
- সাংগঠনিক সম্পাদক অন্যান্য বন্ধুসভার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করবেন এবং বিভিন্ন বন্ধুসভার গুরুত্বপূর্ণ ও ভালো কার্যক্রমের বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- সংগঠনের শুদ্ধাচার চর্চা, সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি, সদস্যদের সংগঠনের কাজে উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- সাংগঠনিক সম্পাদক তাঁর কাজের সুবিধার্থে সদস্যদের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন।
- সাংগঠনিক সম্পাদক কমিটির সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করবেন।

- সাংগঠনিক সম্পাদক তাঁর কাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।
- এ ছাড়া তাঁর ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

অর্থ সম্পাদক

- অর্থ সম্পাদক সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান সংগ্রহ করবেন।
- অর্থ সম্পাদক সংগঠনের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা ও প্রদান করবেন।
- অর্থ সম্পাদক তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা করবেন এবং তা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবেন।
- অর্থ সম্পাদক বিভিন্ন বিভাগের আয়-ব্যয় সমন্বয় করবেন এবং সব খরচের রসিদ সংরক্ষণ করবেন। তিনি বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্য

- অনুচ্ছেদ ৪(খ)-এ উল্লেখিত বন্ধুসভার কার্যক্রম বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে যেকোনো সদস্যকে যেকোনো কাজে সহযোগিতা করবেন।
- সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারণ সদস্য

- অনলাইনে আবেদনকারী সহযোগী সদস্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয়/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক বন্ধুসভা সাধারণ সদস্যপদ অনুমোদন দেবে।
- কমিটি-বহির্ভূত নতুন-পুরোনো সব বন্ধু সাধারণ সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।
- কার্যনির্বাহী পর্ষদের অর্পিত সব দায়িত্ব বাস্তবায়নে সাধারণ সদস্যরা সচেষ্ট থাকবেন।
- প্রত্যেক সাধারণ সদস্য তাঁর কাজের জন্য কার্যকরী কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

অনুচ্ছেদ : ৫

৫.ক. তহবিল গঠন ও ব্যয়

বন্ধুসভার ব্যয় নির্বাহের জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হবে :

- স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে সংগঠনের সাধারণ ব্যয় সদস্য সংগ্রহ ফি, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদা, অনুদান ও ব্যক্তিগত অর্থায়নে নির্বাহ হবে।
- স্থানীয় বন্ধুসভার ক্ষেত্রে গৃহীত অনুদানের পরিমাণ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার বেশি হলে তা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদকে জানাতে হবে।
- অনুদান কিংবা অর্থসহায়তার পরিমাণ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকার বেশি হলে বন্ধুসভার কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।
- বন্ধুসভার বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেকোনো সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও আর্থিক অনুদান ও সহায়তা গ্রহণ করা যাবে। স্থানীয় বন্ধুসভার দায়িত্বশীল প্রতিনিধি এবং কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে অর্থপ্রাপ্তি ও ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রদান করতে হবে।
- যেকোনো অনুদান, চাঁদা ও অর্থসাহায্য নির্ধারিত রসিদের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে।

৫.খ. আর্থিক হিসাব

- জাতীয় পর্ষদের সভাপতি, নির্বাহী সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষকের মধ্য থেকে যেকোনো তিনজন বন্ধুসভার কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।
- কোনো অনুষ্ঠানের আর্থিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুষ্ঠান সমাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠানের খাতওয়ারি হিসাব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে পেশ করবেন।
- যাবতীয় খরচের বিপরীতে রসিদ সংগ্রহ করতে হবে এবং তা সংরক্ষণ করতে হবে।
- জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ যেকোনো সময় যেকোনো বন্ধুসভার অভ্যন্তরীণ বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবে।
- কোনো বন্ধুসভার নতুন কমিটি গঠনকালে পূর্ববর্তী কমিটি তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও নিরীক্ষা বিবরণী সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের সঙ্গে উপস্থাপন করবে। ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকার বেশি নগদ অর্থ বন্ধুসভা সংরক্ষণ করতে পারবে না।

৫.গ. চাঁদা

প্রত্যেক সদস্যের নিয়মিত চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক। সর্বনিম্ন মাসিক চাঁদার পরিমাণ ৫০ টাকা এবং তা নিয়মিত পরিশোধযোগ্য। স্থানীয় বন্ধুসভা প্রয়োজনে তাদের চাঁদার পরিমাণ বাড়াতে পারবে, তবে কমাতে পারবে না। জাতীয় কমিটির সদস্যদের মাসিক চাঁদা ১০০ টাকা।

৫.ঘ. শৃঙ্খলা

- বন্ধুসভা বা এর গঠনতন্ত্রবিরোধী যেকোনো কাজ শৃঙ্খলাভঙ্গ বলে গণ্য করা হবে।
- গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ২ (ঘ), ৩ (ক) ও ৪ (ক)-এ অন্তর্ভুক্ত ধারাগুলো শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রযোজ্য হবে এবং সে অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হলে কার্যনির্বাহী পর্ষদ তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে।
- সংগঠনের নাম, প্রতীক, পতাকা বা যেকোনো সম্পদ ব্যক্তিগত বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার শৃঙ্খলাভঙ্গ বলে গণ্য হবে।

৫.ঙ. পাঠচক্র

- প্রতিটি বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটিসহ সাধারণ সদস্যদের নিয়ে মাসে অন্তত একটি করে বই পড়তে হবে। পাঠচক্র ও পাঠাগার সম্পাদক বন্ধুসভার সবাইকে নিয়ে পাঠচক্রের আয়োজন করবেন। সবাই সুনির্দিষ্ট বই পড়ে আসবেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

৫.চ. ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার

- প্রতিটি বন্ধুসভার বন্ধুকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিশেষ করে মেটা প্ল্যাটফর্ম, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদিসহ যেকোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো স্ট্যাটাস, শেয়ার, কমেন্ট দেওয়ার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অনুচ্ছেদ ১(ঠ)-এ উল্লেখিত বন্ধুসভার মূলনীতি পরিপন্থী কোনো বিষয় এবং দেশ ও সমাজবিরোধী কোনো বিষয় নিয়ে লেখা বা লেখার সমর্থনে মন্তব্য করা শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের কোনো বিষয় দৃষ্টিগোচর হলে অনুচ্ছেদ ৫ (ঘ) অনুযায়ী সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.ছ. বন্ধুসভা অ্যালামনাই

- ১৯৯৮ সাল থেকে বন্ধুসভার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় দেশে-বিদেশে বিপুলসংখ্যক দক্ষ ও অভিজ্ঞ বন্ধু রয়েছেন। ইতিপূর্বে বন্ধুসভার কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এমন সদস্যদের নিয়ে বন্ধুসভা অ্যালামনাই গঠন করা হবে।
- অ্যালামনাই সদস্যরা গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত বন্ধুসভার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- অ্যালামনাইয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন আহ্বায়ক, একজন সদস্যসচিব এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকবে।
- অ্যালামনাই বন্ধুসভার উপদেষ্টা পরিষদ ও জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৫.জ. গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

- জাতীয় পর্ষদ গঠনতন্ত্রের যেকোনো ধারা বা উপধারার ব্যাখ্যা দিতে পারবে। গঠনতন্ত্র পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা কেবল জাতীয় পর্ষদের থাকবে। এ বিষয়ে *প্রথম আলোর* সম্পাদক কিংবা সম্পাদক মনোনীত পৃষ্ঠপোষকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। *প্রথম আলো* সম্পাদক যেকোনো বন্ধুসভা বা জাতীয় পর্ষদের কার্যক্রম, কমিটি কিংবা যেকোনো সদস্যপদ স্থগিত, বাতিল, চালু, পুনর্বহাল ও সংশোধন করার ক্ষমতা রাখেন।
- গঠনতন্ত্র বন্ধুসভার সব সদস্যের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয়।

যোগাযোগ

বন্ধুসভা কক্ষ

প্রথম আলো ভবন (দ্বিতীয় তলা)
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

৫৫০১৩৪৩০-৩৩ (২২৩০), ০১৯৫৫ ৫৫২০৮৮

bondhushava@prothomalo.com

www.bondhushava.com Bondhushava